মান্য চলিত বাংলা বলতে কি বোঝায়?

মান্য চলিত বাংলা হলো আধুনিক বাংলা ভাষার এমন একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপ, যা প্রাত্যহিক কথাবার্তা, আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা, গণমাধ্যম, সাহিত্য এবং দাপ্তরিক যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে সাধু ভাষার কঠোরতা ভেঙে এই ভাষার বিকাশ ঘটে। প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একে 'Standard Colloquial Bengali' বলে অভিহিত করেছেন।

বাংলা গদ্যের সূচনা পর্বে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে 'সাধু ভাষা' সাহিত্যের প্রধান মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। সাধু ভাষা ছিল তৎসম (সংস্কৃত) শব্দবহুল এবং এর ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের রূপ ছিল দীর্ঘ ও জটিল।
তবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই চলিত ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য -

১) হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬২): কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থে প্রথম কলকাতার তৎকালীন উপভাষাকে সাহিত্যে ব্যবহার করেন।

২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান: রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে সাধু ভাষায় লিখলেও পরবর্তীকালে চলিত ভাষার শক্তি ও নমনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁর 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) চলিত ভাষায় লেখা। পরবর্তীকালে তাঁর বহু গল্প, উপন্যাস এবং কবিতায় চলিত ভাষার সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়।

৩) সবুজ পত্র ও প্রমথ চৌধুরী: মান্য চলিত বাংলাকে সাহিত্যের সিংহাসনে বসানোর প্রধান কারিগর প্রমথ চৌধুরী। তাঁর সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে চলিত ভাষা আন্দোলনের জোয়ার আসে।

এইভাবে ধীরে ধীরে ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল, বিশেষ করে কলকাতা, শান্তিপুর, নদীয়া ও চব্বিশ পরগনার শিক্ষিত ভদ্রসমাজের মুখের ভাষাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে আজকের **'মান্য চলিত বাংলা'**।

মান্য চলিত বাংলার বৈশিষ্ট্য:

মান্য চলিত বাংলার নিজস্ব কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক এবং শব্দার্থগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা একে বাংলা ভাষার অন্যান্য উপভাষা এবং সাধু ভাষা থেকে পৃথক করে।

ক. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১) চলিত বাংলার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো অভিশ্রুতি। অপিনিহিতির ফলে সৃষ্ট ধ্বনি যখন পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলিত হয়ে রূপান্তরিত হয়, তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন: করিয়া > কইর‍্যা > করে।

২) শব্দে একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে অন্য স্বরধ্বনির পরিবর্তনকে স্বরসংগতি বলে। চলিত বাংলায় এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। যেমন: দেশী > দিশি, পূজা > পুজো, মুলা > মুলো।

৩) চলিত বাংলায় দ্রুত উচ্চারণের ফলে অনেক সময় শব্দের মাঝের বা শেষের ধ্বনি লোপ পায়। যেমন: নহিলে > নইলে, কাহিল > কাইল (বা কাল)।

৪) মান্য চলিত বাংলায় শব্দের প্রথম অক্ষরে বা দলের (Syllable) ওপর জোর বা শ্বাসাঘাত দেওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে।

খ. রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১) সাধু ভাষার দীর্ঘ সর্বনাম পদ চলিত বাংলায় সংক্ষিপ্ত রূপ ধারণ করে।

- তাহারা > তারা
- উহাদিগকে > ওদের
- যাহা > যা

২) চলিত বাংলায় ক্রিয়াপদের রূপ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং গতিশীল।

- খাইতেছিল > খাচ্ছিল
- বলিব > বলব
- শুনিয়া > শুনে

৩) চলিত বাংলায় অনুসর্গগুলোও ছোট হয়ে যায়। যেমন: হইতে > হতে, কর্তৃক> দিয়ে বা দ্বারা।

গ. শব্দভাণ্ডার :

মান্য চলিত বাংলায় তৎসম শব্দের চেয়ে তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের আধিক্য বেশি। সাধু ভাষার মতো এখানে জোর করে কঠিন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা হয় না। যেমন: মস্তক-এর বদলে মাথা, অক্ষি-র বদলে চোখ, হস্ত-এর বদলে হাত ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ইংরেজি, আরবি, ফারসি শব্দ চলিত বাংলায় খুব স্বাভাবিকভাবে মিশে গেছে (যেমন: চেয়ার, টেবিল, কলম, কাগজ)।

সাধু ভাষা ও মান্য চলিত বাংলার তুলনামূলক :

বাংলা গদ্যের এই দুটি প্রধান রূপের মধ্যে গঠনগত ও ব্যবহারিক বিস্তর তফাৎ রয়েছে। নিচে ছকের মাধ্যমে তা দেখানো হলো-

বৈশিষ্ট্য	**সাধু ভাষা**	**মান্য চলিত বাংলা**
উৎস	সংস্কৃত বা তৎসম শব্দপ্রধান।	তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দপ্রধান।
সর্বনাম পদ	দীর্ঘ (যেমন: তাহারা, আমাদিগকে, যাহাদের)।	সংক্ষিপ্ত (যেমন: তারা, আমাদের, যাদের)।

বৈশিষ্ট্য	সাধু ভাষা	মান্য চলিত বাংলা
ক্রিয়াপদ	পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘ (যেমন: আসিয়াছিল, দেখিব)।	রূপান্তরিত ও সংক্ষিপ্ত (যেমন: এসেছিল, দেখব)।
অনুসর্গ	দীর্ঘ (যেমন: ইতঃপূর্বে, উপরে, সহিত)।	সংক্ষিপ্ত (যেমন: আগে, ওপরে, সঙ্গে)।
প্রকৃতি	গুরুগম্ভীর, কৃত্রিম এবং অপরিবর্তনীয়।	লঘু, গতিশীল, নমনীয় এবং পরিবর্তনশীল।
ব্যবহার	বর্তমান যুগে কেবল কিছু আইনি দলিল ও বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।	সাহিত্য, সংবাদ, নাটক, বক্তৃতা ও দৈনন্দিন কথ্য রূপ।

আধুনিক যুগে মান্য চলিত বাংলার রূপান্তর ও আঞ্চলিকতার প্রভাব :

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে এসে মান্য চলিত বাংলা এক নতুন চ্যালেঞ্জ ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির বিকাশ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Facebook, WhatsApp) এবং বিশ্বায়নের ফলে এই ভাষার রূপে কিছু পরিবর্তন এসেছে:

১. **আঞ্চলিকতার মিশ্রণ:** যদিও নদীয়া ও কলকাতা অঞ্চলের ভাষাকে ভিত্তি করে মান্য চলিত বাংলা গড়ে উঠেছিল, বর্তমান বাংলাদেশে ঢাকা কেন্দ্রিক এবং পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা কেন্দ্রিক দুটি সামান্য ভিন্ন ধারার মান্য চলিত রূপ দেখা যায়। তবে উভয়ের মূল ব্যাকরণগত কাঠামো একই।
২. **বাংলিশ (Banglish) ও কোড-মিক্সিং:** বর্তমান তরুণ প্রজন্মের কথাবার্তায় এবং সামাজিক মাধ্যমে ইংরেজি ও বাংলার এক অদ্ভুত মিশ্রণ দেখা যায়। অনেক সময় মান্য চলিত বাংলার বিশুদ্ধতা এতে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে ভাষাভেদীরা মনে করেন।
৩. **মিডিয়ার ভূমিকা:** টেলিভিশন, রেডিও এবং ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্মগুলোর কল্যাণে মান্য চলিত বাংলা এখন সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। ফলে গ্রামীণ বা আঞ্চলিক উপভাষাভাষী মানুষও আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে মান্য চলিত বাংলা সহজে ব্যবহার করতে পারছেন।

মান্য চলিত বাংলা কোনো স্থির বা স্থবির ভাষা নয়, এটি একটি জীবন্ত নদীর মতো গতিশীল। উনিশ শতকের যে ভাষা কেবল কলকাতার নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষিত মানুষের ড্রয়িংরুমে সীমাবদ্ধ ছিল, আজ তা বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি বাঙালির যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। এটি যেমন একদিকে সহজ ও সাবলীল, অন্যদিকে সাহিত্যের গভীর ভাব প্রকাশের জন্য সমানভাবে উপযোগী। সাধু ভাষার আড়ষ্টতা ভেঙে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ যে চলিত ভাষার ভিত গড়ে দিয়েছিলেন, আজ তা আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির মেরুদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। যুগের প্রয়োজনে এতে নতুন শব্দ যুক্ত হবে, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত মাধুর্য ও বাঙালিকে এক সুতোয় বাঁধার ক্ষমতা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে।